দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা আজ

পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৪৮৪ জন

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা আজ (রোববার) শুরু হচ্ছে। এ বছর আটটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, একটি কারিগরি বোর্ড এবং একটি মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ২৬ হাজার ২৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১০ লাখ ৬৩ হাজার ৪৮৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। গত বছরের তুলনায় এবার ৫০ হাজার ১৮৩ জন পরীক্ষার্থী বেড়েছে। এর মধ্যে ৮টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মোট ৮ লাখ ১ হাজার ৭০৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। যার মধ্যে ৪ লাখ ৫ হাজার ৬২০ ছাত্র এবং ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৮৯ ছাত্রী।

এসএসসির মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ৮৩ হাজার ৩৩২ জন বিজ্ঞানে, ৩ লাখ ৪৭ হাজার ১৫৩ জন মানবিকে এবং ২ লাখ ৭১ হাজার ২২৪ জন পরীক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা (বাণিজ্য) শাখা থেকে অংশ নিচ্ছে। মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার্থীর পৃঃ ২ কঃ ৪

এসএসসি দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা আজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা এক লাখ ৮৬ হাজার ৭১৮ জন। যার মধ্যে ১ লাখ ১ হাজার ৮৮ জন ছাত্র এবং ৮৫ হাজার ৬৩০ জন ছাত্রী। এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫ হাজার ৫৭ জন। তাদের মধ্যে ৫১ হাজার ৭৩৬ জন ছাত্র এবং ২৩ হাজার ৩২১ জন ছাত্রী। এবার ঢাকা বোর্ডের আওতায় বিদেশে মোট ৭টি কেন্দ্র থেকে ২৫৪ জন ছাত্রী-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে।

বোর্ড অনুযায়ী ৮টি সাধারণ বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৪০ হাজার ১৯৮ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৭৪ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৮৮ হাজার ৫২৩ জন, যশোরে এক লাখ ৬ হাজার ৯৪১ জন, চট্টগ্রামে ৬২ হাজার ৩৭ জন, বরিশালে ৪৮ হাজার ৮০৮ জন, সিলেট বোর্ডে ৩৭ হাজার ৫৪৪ জন এবং দিনাজপুর বোর্ডে ১ লাখ ২ হাজার ৬৮৪ জন। ৮ বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট কেন্দ্র সংখ্যা ৯১২টি, দাখিলে ৪৯০টি এবং এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় কেন্দ্র সংখ্যা ৪৭৬টি। এসএসসি পরীক্ষায় মোট ১৫ হাজার ২১৬টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে, দাখিলে ৯ হাজার ৪২৪টি মাদ্রাসা এবং ভোকেশনালে এক হাজার ৫৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারই প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ২৫ মে এসএসসি'র ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো : এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডের আওতাধীন ৯০৬টি বিদ্যালয় থেকে ৬২ হাজার ৩৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এতে চট্টগ্রাম জেলায় মহানগরসহ ৪৭ হাজার ৪৯৬, কক্সবাজার ৬ হাজার ৮৯৮, রাঙ্গামাটি ৩ হাজার ৪৭৯, খাগড়াছড়ি ৩ হাজার ২ ও বান্দরবানে ১ হাজার ১৬২ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। তন্মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১৩ হাজার ৭০, মানবিক বিভাগে ১১ হাজার ৮৭২ এবং ব্যবসা শিক্ষায় ৩৭ হাজার ৯৫ জন। মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ১১৩টি। চট্টগ্রাম জেলায় ৬৭টি, চট্টগ্রাম মহানগরে ২৩টি, কক্সবাজারে ১৬টি, রাঙ্গামাটিতে ১২টি, খাগড়াছড়িতে ১০টি এবং বান্দরবানে ৮টি কেন্দ্র রয়েছে। সাধারণ ভিজিল্যান্স টিম থাকবে ৫৪টি এবং বিশেষ ভিজিল্যান্স টিম থাকবে ১৩টি, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ এবারের এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

যশোর ব্যুরো : যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে এবার ১ লাখ ৬ হাজার ৯৪২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। যশোর শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আমিরুল আলম খান জানিয়েছেন, নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বোর্ডের আওতাধীন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ জেলার মোট ২ হাজার ৩৪৭টি স্কুলের ৭২ হাজার ৮১৯ জন নিয়মিত ও ৩৪ হাজার ১২৩ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। মোট কেন্দ্র সংখ্যা ১২৭টি।

দিনাজপুর অফিস : দিনাজপুরে নতুন স্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড দিনাজপুরের অধীনে প্রথমবারের মতো ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। এবার এই বোর্ডের অধীনস্থ বৃহত্তর দিনাজপুরে ৩টি ও বৃহত্তর রংপুরের ৫টিসহ মোট ৮টি জেলা নিয়ে দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০০৯ সালের প্রথম এসএসসি পরীক্ষায় ২ হাজার ৩২৭টি বিদ্যালয় এবং ৯২টি কেন্দ্রে মোট ১ লাখ ২ হাজার ৬৮৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সানাউল্লাহ জানান, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণের জন্য কেন্দ্র কমিটি ভিজিল্যান্স টিম তৎপর থাকবে।

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতা : জেলায় মোট ১৩ হাজার ২০৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষার মোট ৯টি কেন্দ্রে ১০ হাজার ৩৮ জন, এসএসসি ভোকেশনাল ৬টি কেন্দ্রে ৮৩৪ জন এবং দাখিল পরীক্ষার ৬টি কেন্দ্রে ২ হাজার ৩৩৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা : চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে চন্দনাইশ উপজেলার ২৫টি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৩৭ জন এবং ১৬টি দাখিল মাদ্রাসা থেকে ৫১১ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে বলে জানা গেছে।

বদরগঞ্জ (রংপুর) উপজেলা সংবাদদাতা : রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলায় ৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ২ হাজার ৭৬৪ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্রে এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে বদরগঞ্জ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র ও বদরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভেন্যু কেন্দ্রে ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ১শ' জন পরীক্ষার্থী এসএসসি এবং ১শ' ৯০ জন পরীক্ষার্থী ভোকেশনাল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। শ্যামপুর হাই স্কুল কেন্দ্র ও শ্যামপুর ডিগ্রী কলেজ ভেন্যু কেন্দ্রে ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ৯০ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এছাড়া বদরগঞ্জ ওয়ারেছিয়া ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ২৩টি মাদ্রাসার ৩শ' ৮৪ জন পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

বুড়িচং উপজেলা সংবাদদাতা : কুমিল্লার বুড়িচংয়েও আজ (১৫ ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বুড়িচং ইউএনও রেজয়ানুর রহমান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে গতকাল মাইকিং-এর মাধ্যমে নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা : দিরাই উপজেলায় সর্বমোট ১৮টি বিদ্যালয়ের ৬৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩৮ জন ছাত্র ও ৩৪৭ জন ছাত্রী। তন্মধ্যে মানবিক বিভাগে ৫৫৮ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ১১৯ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ৮ জন। স্থানীয় কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, জেলার দিরাই উপজেলার দিরাই উচ্চ বিদ্যালয় ও দিরাই উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শুরু হওয়া দাখিল পরীক্ষায় দিরাইয়ের মোট ৬টি মাদ্রাসার ৬৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে হাজী মাহমদ মিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার মোট পরীক্ষার্থী ১৭ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১২ জন ও ছাত্রী ৫ জন। ধল দাখিল মাদ্রাসার ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৭ জন ও ছাত্রী ৪ জন। রায় বাসলী শাহজালাল (রহঃ) দাখিল মাদ্রাসার ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১১ জন ও ছাত্রী ২ জন। হাতিয়া পীর আকিলশাহ দাখিল মাদ্রাসার ৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৫ জন ও ছাত্রী ২ জন। শ্যামারচর দাখিল মাদ্রাসার ১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৮ জন ও ছাত্রী ৪ জন। ভাটিপাড়া হায়দরিয়া দাখিল মাদ্রাসার মোট পরীক্ষার্থী ৯ জন।

নাঙ্গলকোট উপজেলা সংবাদদাতা : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করেছে। আজ এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ কুমিল্লা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সবকয়টি উপজেলার ব্যাপক অনিয়ম ও অসদুপায় রোধ করে হলের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান; গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া এ বছর বেশ কয়েকটি উপজেলার পরীক্ষার্থীদের নকলের সুযোগের আশ্বাস দিয়ে বেশী হারে প্রবেশপত্রের মূল্য আদায় করেছে। এ ব্যাপারে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা প্রবেশপত্রের কোন প্রকার ফি নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।